চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধূকে হত্যার ২০ দিনের মাথায় অভিযুক্ত স্বামী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আকন্দবাড়িয়া গ্রামে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগে ঘটনার ২০ দিনের মাথায় স্বামী রহমানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার রাত ৯টার দিকে তাকে আকন্দবাড়িয়ার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। সে তার স্ত্রী যুথি খাতুনকে (২৫) হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার হয়।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ঈদগাহ পাড়ার যুথি খাতুন (২০) নামে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়।

ঘটনাস্থলে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ওই দিনই চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। গৃহবধূর মৃত্যু নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে রহস্য। ঘটনা উদঘাটনে তদন্তে মাঠে নামে পুলিশ। ময়না তদন্ত শেষে গ্রামের কবরস্থানে ওইদিন রাতেই দাফন সম্পন্ন করা হয়।

স্থানীয় ও পরিবার সুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ার তমছেল আলীর মেয়ে যুথি খাতুনের সাথে ৯ বছর পূর্বে পারিবারিক ভাবে শরিয়া মোতাবেক বিয়ে হয় একই গ্রামের ঈদগা পাড়ার দেলবার ফকিরের ছেলে সেলুন ব্যবসায়ী আব্দুর রহমানের সাথে। তাদের কোল জুড়ে আসে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান।

দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন সময় কলহের সৃস্টি হয়। এরই মধ্যে প্রতিবেশি ইস্রাফিলের মেয়ে প্রিয়ার সাথে রহমান জড়িয়ে পড়ে পরকিয়ায়।

সে পরকিয়া প্রেমিকা প্রিয়ার সাথে প্রায় বছর খানেক পূর্বে দ্বিতীয় বিয়ে করে। দ্বিতীয় বিয়েকে কেন্দ্র করে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী আব্দুর রহমানের পারিবারিক কলহের সৃস্টি হয়। এ নিয়ে তাকে প্রতিনিয়ত শারিরিক নির্যাতন করতো স্বামী আব্দুর রহমান। এরই এক

পর্যায় নির্যাতন সইতে না পেরে যুথি স্বামী গৃহ ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যায়।

দির্ঘদিন প্রথম স্ত্রী জুথি পিতার বাড়ি থাকার পর দ্বিতীয় স্ত্রী প্রিয়াকে তালাক দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ঘটনার ১৫ দিন পূর্বে স্বামী আব্দুর রহমান তার প্রথম স্ত্রী যুথি খাতুনকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে নেওয়ার পর আবার শুরু হয় নিরব নির্যাতন।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ মার্চ রাত্রে রহমান তার দ্বিতীয় স্ত্রী পিয়াকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং প্রথম স্ত্রী যুথি খাতুনকে বাহিরে রেখে তার প্রথম পক্ষের একমাত্র ছেলে আপনকে (৭) সাথে নিয়ে ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় স্ত্রী সহ রাত্রি যাপন করে।

তাদের এহেন কর্মকান্ডে এলাকাবাসির মনে সন্দেহ সৃস্টি হয়। এলাকাবাসি ও স্বজনদের ধারণা রহমান ও তার দ্বিত্বীয় স্ত্রী দু’জন মিলে যুথিকে হত্যার পর তার লাশ ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

তবে পুলিশের বক্তব্য ফরেনসিক রিপোর্ট আসলেই সব রহস্য বেরিয়ে আসবে। তবে নিহতের স্বজনদের অভিযোগ হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী আত্মগোপনে থাকে।

এ ঘটনায় গ্রামবাসী হত্যাকারী আব্দুর রহমানের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে ফুসে উঠে। এবিষয়ে দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়। মামলা নং ১৩। ঘটনার ২০ দিনের মাথায় সোমবার রাত ৯টার দিকে স্ত্রী হত্যার অভিযুক্ত ঘাতক রহমানকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর বলেন, আত্মহত্যা প্ররোচনার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আত্মহত্যা প্ররোচনায় ৩০৬ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। তবে ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে আসলে বুঝা যাবে মৃত্যুর মূল রহস্য।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে দু’জনকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় পুকুর খননের নামে ভাটায় মাটি বিক্রয়ের হিড়িক পড়েছে। এসকল মাটি নির্মিত রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করার পাশাপাশি দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। রাস্তার উপরে মাটি পড়াতে তিব্র ধুলো-বালিতে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ছে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে দীর্ঘদিন পর আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। গতকাল সোমবার আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ পৃথক স্থানে বালি মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে দুজনকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রায় ২০ টি ভাটা চলমান রয়েছে। এসকল ভাটার ইট তৈরির জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমানের বালি ও মাটি। এগুলো সামিল চাষের জমি ও পরিত্যক্ত পুকুর থেকে পূণরায় খননের নামে মাটি সংগ্রহ করে আসছে। এসকল মাটি পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে অবৈধ যানবহন।

যা গাড়ি চালকদের নেই কোন গাড়ি ও ড্রাইভিং সাইসেন্স। সরকারি বিআরটিএ অনুযায়ী ব্যবহৃত ট্রাক্টর ও স্টেয়ারিং গাড়ি গুলো কৃষি কাজে ব্যবহৃত হবার কথা থাকলেও নির্দেশনা না মেনে দেদাচ্ছে চালাচ্ছে মেইন সড়ক গুলোতে। ওই গাড়িতে পরিবহনকৃত মাটি রাস্তার উপরে পড়ে ধুলোতে পরিণত হওয়ায় রাস্তায় যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও নেই না কোন পদক্ষেপ। এছাড়াও নিকটতম ভাটা মালিকেরা প্রভাবশালী হওয়ায় হুমকির সম্মূখিন হতে হয় সাধারণ মানুষকে।

পথচারি আমজেদ হোসেন জানান, দীর্ঘদিন মুন্সিগঞ্জে এডিবি ভাটায় মাটি পরিবহন করছে সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম। মাটি পরিবহনের গাড়িতে থাকা কাঁদায় সৃষ্টি ধুলোয় মেইন সড়কে যাতায়াত করতে হয় আতঙ্কে।

এদিকে, হারদি থেকে কুমারি পর্যন্ত মেইন রাস্তা যেনো পিজের

অস্তিত হারানোর পথে। রাস্তার উপরে কাদাঁ মাটি যেনো মানুষের মৃত্যু কুপে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও কুমারি গ্রামে অবস্থিত আব্দুল মজিদের ভাটায় দেদাচ্ছে পোড়ানো হচ্ছে বনজ কাঠ।

এমন সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুরের নির্দেশে মাঠে নামেন সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ।

সোমবার দুপুরে বেলগাছি থেকে মাটি পরিবহন করার অপরাধে ভাটা মালিককে ৫০ হাজার টাকা ও মুন্সিগঞ্জের সেলিম চেয়ারম্যানের এডিবি ভাটায় মাটি পরিবহনের অপরাধে পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার আলির ছেলে মানিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফাঁড়ি পুলিশের এস আই মোরসেদ আলম সহ সঙ্গিয় ফোর্স।

দর্শনায় গাাঁজাসহ নারী মাদক কারবারী আটক

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযানে ১ কেজি গাঁজাসহ এক নারী মাদক কারবারীকে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে দর্শনা থানার এসআই ইকবাল আহমেদ, এএসআই আবু বক্কর সিদ্দীক, এএসআই শাহিন আলম, এএসআই নাসরীন সুলতানা সহ সঙ্গীয় ফোর্স দর্শনা থানাধীন রামনগর মোড়স্থ আব্দুল্লাহ ষ্টোরের সামনে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় ১ কেজি ভারতীয় গাঁজা সহ খাতুনকে (৪৮) আটক করা হয়। সে দর্শনা থানাধীন ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের শহিদুল ইসলামের স্ত্রী।

তার বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেল মালিক মিন্টু গ্রেফতার

দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেল মালিক আশরাফুল হক মিন্টু (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার দুপুরের দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড হিমেল আবাসিক হোটেলের ছাদের উপর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মাদক সংক্রান্ত বিষয়ে তাকে দর্শনা থানা পুলিশ তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে গ্রেফতার করেন। মিন্টু দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ের হিমেল আবাসিক হোটেলের স্বত্বাধীকারী ও মৃত মামদেল হকের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গতকাল রবিবার দুপুর ২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আহম্মদ আলী বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের হিমেল আবাসিক হোটেলে। এসময় হোটেলের ছাদের উপর মাদক সেবনকালে হাতেনাতে মিন্টুকে ছাদের উপর থেকে গ্রেফতার করেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর বলেন, মাদকদ্রব্য গাঁজা সেবনের অপরাধে তাকে হিমেল আবাসিক হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ সোমবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হতে পারে।

দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেলে পুলিশের অভিযান : গ্রেফতার ২

দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের হিমেল আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়েছে

দর্শনা থানা পুলিশ। এ অভিযানে সাড়ে ৩শ পিচ ভারতীয় শাড়ি-গেঞ্জি ও থ্রী পিচ উদ্ধার সহ দুই চোরাকারবারীকে আটক করেছে পুলিশ।

রবিবার দুপুর হতে পৌনে ২ ঘন্টা ব্যাপী অভিযান চালিয়ে হোটেলের ৩টি কক্ষ হতে ওই চোরাচালান মালামাল উদ্ধার সহ দু’জনকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নির্দেশে থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) এস,এম আমান উল্লাহ আমানের নেতৃত্বে এসআই আহম্মেদ আলী বিশ্বাস, এসআই সামিম হাসান ও এএসআই ইদ্রিস আলী, সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের আলোচিত হিমেল আবাসিক হোটেলে।

এসময় হোটেলের ২০৪, ২০৮ ও ৩০১ নং কক্ষে অভিযান পরিচালনা করে উন্নতমানের ভারতীয় শাড়ি ৮২ পিস, থ্রিপিস ২৪৪ পিস ও গেঞ্জি ২৪ পিস সর্বমোট ৩ শত পঞ্চাশ পিস শাড়ি, থ্রিপিস ও গেঞ্জি উদ্ধার করে।

এ মালামালের মালিক চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ধর্মপুর গ্রামের সাহেব মিয়ার ছেলে আবদুল শুক্কুর (৩৫) ও ঝালকাঠি জেলা সদরের শাহ বাঙ্গাল গ্রামের আব্দুল লতিফ বেপারীর ছেলে নাঈম ইসলামকে (৩৪) আটক করেছে।

এবিষয়ে মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন। এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন, আমরা মালামাল উদ্ধার করেছি এবং দুজনের বিরুদ্ধে চোরাচালান অভিযোগের দায়ে মামলা দায়ের করেছি।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের অপরাধে যুবকের দেড় বছরের জেল

আলমডাঙ্গার ডাউকি গ্রামে মাদক সেবনের অপরাধে উজ্জল হোসেন (২২) নামের এক যুবককে দেড় বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ

আদালত।

শনিবার বিকেল ৩ টার দিকে ডাউকি গ্রামে উপস্থিত হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর এ আদেশ দেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি গ্রামের আশরাফুল হকের ছেলে উজ্জল হোসেন। সে দীর্ঘদিন যাবৎ গাঁজা সেবন করে আসছিলো।

এ নেশাযুক্ত দ্রব্য সেবনের কারণে প্রতিবেশিদের বিভিন্ন ধরণের উত্তেজোনা সৃষ্টি করে আসছিলো। এছাড়াও কেউ তাকে গাঁজা সেবনে নিষেধ করলে তাকে মারপিট করতো বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করতো।

উজ্জলের গাঁজা সেবন ও উৎশৃঙ্খলা আচরণের জন্য থানা পুলিশকে অবগত করে এলাকাবাসী। শনিবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ উজ্জলের বাড়িতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় উজ্জলের নিকট থেকে ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। বিষয়টি আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানো হলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছায় কর্মকর্তা।

উজ্জলের বাড়িতে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাকে দেড় বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকার ৯৯টি সোনার বার উদ্ধার! আটক-১

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার জুলুলী গ্রামের করিমপুর মোড় থেকে আনুমানিক ৮ কোটি টাকা মুল্যের ৯৯টি সোনার বারসহ একজন বহনকারীকে আটক করেছে বিজিবি।

শুক্রবার সকালে একটি মটরসাইকেল যোগে বিজিবির তল্লাসী চৌকি পার হওয়ার চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়। এ সময় একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে অভিনব কায়দায় রাখা ৯৯টি সোনার বার উদ্ধার হয়।

আটককৃত ব্যক্তির নাম ইব্রাহীম খলিল। পেশায় দর্জি শ্রমিক। ইব্রাহীম মহেশপুর উপজেলার জাগুসা গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক শাহীন আজাদ শুক্রবার দুপুরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, মহেশপুর সীমান্তের মাটিলা বিওপির টহল দল জুলুলী গ্রামের বটতলা এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযানের সময় ইব্রাহিম খলিল নামে ওই যুবকের মটরসাইকেলের গতিরোধ করে।

এ সময় সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিজিবি তাকে আটক করে প্লাস্টিকের ব্যাগ তল্লাশী করে টেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ১২ কেজি ৫৩০ গ্রাম ওজনের ৯৯টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে, যার আনুমানিক মুল্য ৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকা।

বিজিবির জিজ্ঞাসাবাদে বহনকারী ইব্রাহীম খলিল জানান, এই সোনার বার তার দুলাভাই মহেশপুরের লেবুতলা গ্রামের গোলাম মোস্তফার বাসায় পৌছে দিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। চোরাকারবারী মোস্তফার দুই স্ত্রী।

বহনকারী ইব্রাহীম খলিল মোস্তফার ছোট স্ত্রীর ভাই। শুক্রবার সকালে মহেশপুরের ভাড়া বাসা থেকে সোনার বারগুলো লেবুতলা গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইব্রাহীমের কাছে দেয়।

জাগুসা গ্রামের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লেবুতলা গ্রামের গোলাম মোস্তফা একজন চিহ্নিত চোরাকারবারী। প্রশাসনের নাকের ডগায় এই গোলাম মোস্তফা দীর্ঘদিন ধরেই সোনা, অস্ত্র ও মাদকসহ বিভিন্ন পন্য ভারত ও বাংলাদেশে পাচার করে থাকে।

শুক্রবার এই সোনা তার শ্যালক দর্জির দোকানদার ইব্রাহীম খলিলকে দিয়ে মহেশপুর শহর থেকে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে লেবুতলা গ্রামে নিয়ে যাচ্ছিল।

বিষয়টি নিয়ে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় মহেশপুর থানায় একটি মামলার পক্রিয়া চলছে। সোনার আসল মালিককে আটকের চেষ্টা চলছে।

মোবাইল ফোনে গেম খেলার প্রলোভন দিয়ে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ চেষ্টা। অভিযুক্ত আটক

সাড়ে তিন বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে নাকরাজ হোসেন
(১৪) নামের এক কিশোরের নামে মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করেছেন শিশুটির মা শিউলি বেগম।

শুক্রবার সকালের দিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ (৪) মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১।

অভিযুক্ত নাকরাজকে সকাল ১১ টার দিকেই মুজিবনগর থানা পুলিশ আটক করে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। নাকরাজ মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের রিয়াজ শেখ ছেলে।

মুজিবনগর থানার তদন্ত অফিসার শরীফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন শিশুটিকে তার মায়ের হেফাজতে রাখা হয়েছে। শিশুটিকে আদালতে নিয়ে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট জবানবন্দী রেকর্ড করার প্রস্তুতি চলছে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে গত গত বুধবার বলা ১১ টার দিকে রশিকপুর গ্রামের ওই শিশুটিকে (৩ বছর ৫ মাস) বয়সী মোবাইলে গেম খেলার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবেশী নাকরাজ বাড়িতে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর শিশুটি বাড়িতে চলে আসে। পরে তার যৌনাঙ্গে ব্যাথা করছে বলে শিশুটি তার মাকে জানায়। পরে শিশুটির প্যান্ট খুলে প্রসাব নালী দিয়ে রক্ত বের হতে দেখেন তার মা।

শিশুটিকে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। গতকাল বিকালে বিষয়টি মিমাংসার জন্য স্থানীয় মন্ডল মাতব্বরা বসার চেষ্টা করেন।

পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে থানায় নেন। ঘটনার দুই দিন পর শিশুটির মা বাদী হয়ে অভিযুক্ত নাকরাজের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন।

স্থানীয়রা জানান নাকরাজের পিতা রিয়াজ শেখ এলাকায় বহু বিবাহের জনক। রিয়াজ শেখের ৩ টি স্ত্রী। এছাড়া নকরাজের মা রিয়াজ শেখকে তালাক দিয়ে অন্যত্রে বিয়ে করে চলে গেছে। নাকরাজ এলাকায় বখাটে ছেলে হিসেবেই পরিচিত।

দর্শনায় ভেজাল ও নকল ওষধ কারখানার সন্ধান, সরঞ্জামসহ মেশিন জব্দ

দর্শনায় ওয়েষ্ট ল্যাবরেটরিজ আয়ুবেদিক ফার্মাসিটিক্যালে অভিযান চালিয়ে নকল ওষধ তৈরি করার সরঞ্জামসহ মেশিন আটক করেছে ঢাকা ডিএমপির ডিবি কোতোয়ালী পুলিশ।

জানা গেছে বুধবার সকাল ৭ টার ঢাকা ডিএমপি ডিবি পুলিশের ১০/১২ জনের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার ভাড়া করা একটি কক্ষে। এ সময় পুলিশ নকল ও ভেজাল ওষধ তৈরি করার মেশিন ও কিছু আয়ুবেদিক ওষধ জব্দ করে।

ঢাকা ডিএমপি ডিবি পুলিশের এডিসি সাইফুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন আমরা এখানে নকল ও ভেজাল ওষধ তৈরি করার তথ্য পেয়েছি। সে সুবাদে আমরা অভিযান চালাচ্ছি। আমরা নকল ওষধ ও চোরাইকৃত মেশিন জব্দ করে নিয়ে যাচ্ছি।

উল্লেখ থাকে যে গত সোমবার ঢাকার একটি ওষধ কারখানায় ভেজাল বিরোধী অভিযান চালায় ডিএমপির ডিবি পুলিশ। সেখান থেকে দর্শনা জয়নগর গ্রামের মৃত্য তফেল উদ্দিনের ছেলে গিয়াস উদ্দিন (৪৫) কে আটক করে।

পরে তাকে ঢাকা থেকে দর্শনায় নিয়ে আসে পুলিশ। দর্শনায় নিয়ে এসে দর্শনা পৌরসভার ভাড়া করা একটি কক্ষে প্রায় ৫ ঘন্টা অভিযান চালিয়ে নকল ও ভেজাল ওষধ তৈরি করার মেশিন জব্দ করে।

এ অভিযান শেষে দর্শনা জয়নগর গ্রামের গিয়াস উদ্দিন কে আটক করে

আবার ঢাকায় নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন ঢাকা থেকে ডিবির একটি দল এসেছে ভেজাল ও নকল ওষধ কারাখানার সন্ধনে। এসে নকল ও ভেজাল ওষধ তৈরি করার মালামাল নিয়ে গেছে।

আলমডাঙ্গায় বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে শিশুকে হত্যার অভিযোগ, ঘাতক বাবা আটক

আলমডাঙ্গায় বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে আড়াই মাস বয়সী এক শিশুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত বাবাকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে তাকে আটক করা হয়। নিহত শিশু ইকবাল হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার আঠারোখাদা গ্রামের ইখলাছ উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, গত কয়েক মাস যাবৎ ইখলাছ উদ্দিন তার দ্বিতীয় স্ত্রী মিতা ও শিশু সন্তানকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার মাঝেরপাড়ার পলাশ উদ্দিনের বাড়িতে ভাড়ায় থাকেন।

এর আগে বুধবার সকাল ৮টার দিকে মাঝের পাড়ায় ওই ঘটনা ঘটে। অসুস্থ্য হয়ে পড়লে সকালেই শিশু ইকবালকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শিশুটিকে।

শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে শিশুটিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। সেখানে নেয়ার পথে মারা যায় শিশুটি। সন্ধ্যায় খবর পেয়ে মুন্সিগঞ্জের সোনাতনপুর থেকে নিহত শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শিশু ইকবালের মা মিতা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, আমার অন্য এক জায়গায় বিয়ে হয়েছিল। পারিবারিক কলহের কারণে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়।

প্রথম স্ত্রীর কোন সন্তান না হওয়ায় গত ৪ বছর আগে ইখলাছ আমাকে বিয়ে করে।

বিয়ের পর থেকে সে আমাকে সন্দেহ করতে থাকে। পরে আমাদের কোলজুড়ে আসে এক ছেলে সন্তান। ওই ছেলে তার নয় বলে জানায় ইখলাছ।

তিনি আরও বলেন, আজ সকালে বাড়ির কাজ করছিলাম। সেসময় ইখলাছ ছেলেকে কোলে নেয়। হঠাৎ সুস্থ ছেলে কেঁদে ওঠে। পরে গিয়ে দেখি আমার ছেলের বাম পা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

ইখলাছের নিকট জানতে চাইলে সে টিকা দেয়ার স্থান থেকে রক্ত বের হচ্ছে বলে মিতাকে জানায়। পরে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার জানায়, টিকা দেয়ার স্থান থেকে কোন রক্ত বের হয়নি।

ছেলের বাম পায়ের অন্য স্থানে একটি ইনজেকশন পুশ করার চিহ্ন রয়েছে। সেখানে ফুলে গেছে। আমার ছেলেকে বাম পাশে বিষ মিশ্রিত ইনজেকশন পুশ করে হত্যা করা হয়েছে বলে মিতা অভিযোগ করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. মাহবুবুর রহমান মিলন জানান, দুপুরে শিশুটিকে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়। তখন শিশুটির অবস্থা খারাপ ছিল।

শিশুটির খিচুনি হচ্ছিল। তার মা বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করার অভিযোগ করছিলেন। শিশুটির বাম পায়ে একাধিক ইনজেকশন পুশের চিহ্ন ছিল।

শিশুটির শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করা হয়। তবে, শিশুটির পায়ে কোন ইনজেকশন দেয়া হয়েছে তা ময়না তদন্ত ছাড়া বলা যাবে না। বেঁচে থাকলে রক্ত পরীক্ষা করে বলা যেত। তার আগেই তো শিশুটি মারা গেল।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, সন্ধ্যায় খবর পেয়ে সোনাতনপুর গ্রামে পৌঁছে নিহত শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে শিশুটির বাবা ইখলাছকে।